১০ম বিসিএস (প্রিলি)- বাংলা

১. **'আনারস' এবং 'চাবি' শব্দ দুটি বাংলা ভাষা গ্রহণ করেছে-** *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. পর্তুগিজ ভাষা হতে
খ. আরবি ভাষা হতে
গ. দেশি ভাষা হতে
ঘ. ওলন্দাজ ভাষা হতে **উত্তর: ক**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- আনারস ও চাবি শব্দ দুইটি পর্তুগিজ ভাষার শব্দ।
- পর্তুগিজ শব্দ: আলমারি, গির্জা, গুদাম, পাউরুটি, পাদ্রি, বালতি ইত্যাদি।
- আরবি শব্দ: ইসলাম, ঈমান, ওজু, কোরবানি, কুরআন, কিয়ামত, গোসল, ওজর, এজলাস, কানুন, কেচ্ছা, খারিজ, নগদ, বাকি ইত্যাদি।
- দেশি শব্দ: কুড়ি, পেট, চুলা, কুলা, গঞ্জ, চোঙ্গা, টোপর, ডাব, ডাগর, ঢেঁকি ইত্যাদি।
- ওলন্দাজ শব্দ: ইস্কাপন, টেক্কা, তুরুপ, রুইতন, হরতন ইত্যাদি।

২. **শুদ্ধ বানান কোনটি?** *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. মূমুর্ষ খ. মুমূর্ষু
গ. মূমুর্ষ ঘ. মুমূর্ষ **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- শুদ্ধ বানান হলো- মুমূর্ষূ।
- কিছু শুদ্ধ বানান - পিপীলিকা, বিদ্রুপ, বিদ্বান, শিরশ্ছেদ, আকাঙ্ক্ষা, নিরপরাধ, অনাথা, নির্দোষ, আহরণ, অধীন, সত্তা, ইতোমধ্যে ইত্যাদি।

৩. **শুদ্ধ বাক্য কোনটি?** *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. দুর্বলতাবশত অনাথিনী বসে পড়ল
খ. দুর্বলতাবশত অনাথিনী বসে পড়ল
গ. দুর্বলতাবশত অনাথা বসে পড়ল
ঘ. দুর্বলতাবশতঃ অনাথা বসে পড়ল **উত্তর: গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- শুদ্ধ বাক্য হবে- দুর্বলতাবশত অনাথা বসে পড়ল।
- আধুনিক বাংলা বানানের নিয়মানুযায়ী শব্দের শেষে ঃ (বিসর্গ), হবেনা এবং অনাথ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ অনাথা।
- কিছু শুদ্ধ বাক্য:
  - * অশুদ্ধ- রাবেয়া খুব বুদ্ধিমান মেয়ে।
  - * শুদ্ধ- রাবেয়া খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে।
  - * অশুদ্ধ- সুমনা আমার জীবনের অর্ধাঙ্গিনী।
  - * শুদ্ধ- সুমনা আমার জীবনের অর্ধাঙ্গী।

৪. **গুরুচন্ডালী দোষমুক্ত কোনটি?** *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. শব পোড়া খ. মড়া দাহ
গ. শবদাহ ঘ. শবমড়া **উত্তর: গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- 'শবদাহ' শব্দটি গুরুচন্ডালী দোষমুক্ত।
- বাংলা ভাষারীতি অনুযায়ী ভাষায় সাধু শব্দের সাথে চলিত শব্দ বা চলিত শব্দের সাথে সাধু শব্দের মিশ্রণকে গুরুচন্ডালী দোষ বলে।
- 'শব' ও 'দাহ' দুইটি শব্দই সাধু ভাষার শব্দ। সুতরাং 'শবদাহ' বললে বা লিখলে কোনো ভুল নেই।

৫. **'কবর' নাটকটির লেখক-** *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. জসীমউদদীন খ. নজরুল ইসলাম
গ. মুনীর চৌধুরী ঘ. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় **উত্তর: গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১) রচিত নাটক 'কবর'।
- ভাষা আন্দোলনের উপর ভিত্তি করে তিনি নাটকটি ১৯৫৩ সালে রচনা করেন।
- তাঁর অন্যান্য নাটক- রক্তাক্ত প্রান্তর, চিঠি, দন্ডকারণ্য, কেউ কিছু বলতে পারে না, রূপার কৌটা ইত্যাদি।
- কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত নাটক ঝিলিমিলি (১৯৩০)।
- তাঁর অন্যান্য নাটক- আলেয়া, পুতুলের বিয়ে, মধুমালা ইত্যাদি।
- পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীনের পদ্মাপাড় (১৯৫০), বেদের মেয়ে (১৯৫১), পল্লীবধূ (১৯৫৬) ইত্যাদি বিখ্যাত নাটক।
- প্রতাপসিংহ (১৯০৫), দুর্গাদাস (১৯০৬), মেবার পতন (১৯০৮), নূরজাহান (১৯০৮), সাজাহান (১৯০৯), চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১), ইত্যাদি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিখ্যাত নাটক।

৬. **বাংলায় কোরআন শরীফের প্রথম অনুবাদক কে?** *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. কেশবচন্দ্র সেন
খ. মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী
গ. মওলানা আকরম খাঁ
ঘ. গিরিশচন্দ্র সেন **উত্তর: ঘ**

iddabari your success benchmark

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- বাংলায় কোরআন শরীফের প্রথম অনুবাদক গিরিশচন্দ্র সেন (ভাই)।
- তাঁর আরেকটি অনুবাদক গ্রন্থ 'তাপসমালা' (মূল তাজকেরাতুল আওলিয়া: শেখ ফরিদুদ্দিন আত্তার)
- কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) ছিলেন উনিশ শতকের একজন সমাজসংস্কারক।
- মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০) ছিলেন ইসলামি চিন্তাবিদ, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ও সাংবাদিক।
- মওলানা আকরম খাঁ ছিলেন বাংলা একাডেমির প্রথম সভাপতি।

৭. **'রত্নাকর' শব্দটির সন্ধি-বিচ্ছেদ-** *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. রত্ন+কর খ. রত্ন+কর

গ. রত্না+আকর ঘ. রত্ন+আকর **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- 'রত্নাকর' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ হলো রত্ন+আকর।
- সন্ধির নিয়মানুযায়ী অ+আ=আ হয়। যেমন-
  - * রত্ন + আকর = রত্নাকর
  - * হিম + আলয় = হিমালয়
  - * দেব + আলয় = দেবালয়
  - * সিংহ + আসন = সিংহাসন ইত্যাদি।

৮. **ক্রিয়াপদের মূল অংশকে বলা হয়-** *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. বিভক্তি খ. ধাতু

গ. প্রত্যয় ঘ. কৃৎ **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- ক্রিয়াপদের মূল অংশকে বলা হয় ধাতু বা ক্রিয়ামূল।
  যেমন: করে= কর্ (ধাতু) + এ (ক্রিয়াবিভক্তি)।
- ধাতু তিন প্রকার। যথা- মৌলিক, সাধিত ও যৌগিক ধাতু।
- বাক্যস্থিত একটি শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের অন্বয় সাধনের জন্য শব্দের সঙ্গে যে সকল বর্ণ যুক্ত হয়, তাদের বিভক্তি বলে। যেমন - বাড়ির = বাড়ি + র (বিভক্তি)।
- শব্দ গঠনের উদ্দেশ্যে নাম প্রকৃতির এবং ক্রিয়াপ্রকৃতির পরে যে শব্দাংশ যুক্ত হয় তাকে প্রত্যয় বলে। যেমন- হাত + ল = হাতল
  √চল + অন্ত = চলন্ত ইত্যাদি।

৯. **বাংলায় টি. এস. এলিয়েটের কবিতার প্রথম অনুবাদক-** *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. বিষ্ণু দে

গ. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঘ. বুদ্ধদেব বসু **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- বাংলায় টি. এস. এলিয়েটের কবিতার প্রথম অনুবাদক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- রবি ঠাকুর টি.এস. এলিয়েটের কবিতা 'The Journey of the Magi' এর বাংলা অনুবাদ করেছেন 'তীর্থযাত্রী' নামে।
- 'তীর্থযাত্রী' কবিতাটি কবির 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।
- বিষ্ণু দে ১৯৫০ সালে 'এলিয়েটের কবিতা' নামে টি. এস. এলিয়েটের কবিতার অনুবাদ প্রকাশ করেন।
- বুদ্ধদেব বসুকে রবি ঠাকুরের পরে বাংলা সাহিত্যে সব্যসাচী লেখক বলা হয়।
- সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতাবাদী পঞ্চপান্ডবের একজন (অন্য চারজন- জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী ও বিষ্ণু দে।

১০. **'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থের সংকলিত প্রথম কবিতা-** *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. অগ্রপথিক খ. বিদ্রোহী

গ. প্রলয়োল্লাস ঘ. ধূমকেতু **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নি-বীণা' (১৯২২) এর প্রথম কবিতার নাম 'প্রলয়োল্লাস'।
- 'অগ্নি-বীণা' কাব্যে ১২টা কবিতা আছে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রলয়োল্লাস, বিদ্রোহী, আগমনী, কামালপাশা ইত্যাদি।
- 'অগ্নি-বীণা' কাব্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় কবিতা 'বিদ্রোহী' (দ্বিতীয় কবিতা)।
- 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয় 'সাপ্তাহিক বিজলী' পত্রিকায়।
- 'অগ্রপথিক' কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের 'জিঞ্জির' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।
- 'ধূমকেতু' পত্রিকাটি ১৯২২ সালে কাজী নজরুল ইসলামের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।
- 'ধূমকেতু' পত্রিকার জন্য রবি ঠাকুর 'আয় চলে আয় রে ধূমকেতু/ আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু' বাণী প্রেরণ করেন।

iddabari your success benchmark

১১. 'শেষের কবিতা' রবীন্দ্রনাথ রচিত- *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. কবিতার নাম

খ. গল্প সংকলনের নাম

গ. উপন্যাসের নাম

ঘ. কাব্য সংকলনের নাম **উত্তর: গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত একটি উপন্যাসের নাম 'শেষের কবিতা' (১৯২৯)।
- 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হলো- অমিত, লাবণ্য, শোভনলাল প্রমুখ।
- এই উপন্যাসের বিখ্যাত উক্তি- ফ্যাশনটা হলো মুখোশ, স্টাইলটা হলো মুখশ্রী।
- উপন্যাসের শেষ উক্তি- 'কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কী পাও'।
- রবি ঠাকুরের অন্যান্য উপন্যাস- চোখের বালি (১৯০৩), গোরা (১৯১০), যোগাযোগ (১৯২৬), চতুরঙ্গ (১৯১৬), ঘরে-বাইরে (১৯১৬), চার অধ্যায় (১৯৩৪) ইত্যাদি।
- সোনার তরী, দুই বিঘা জমি, জুতা-আবিষ্কার ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত কবিতা।
- তাঁর গল্পগ্রন্থ: গল্পগুচ্ছ (১৯০০), পয়লা নম্বর (১৯২০), তিনসঙ্গী (১৯৪০), গল্পসল্প (১৯৪১) ইত্যাদি।
- তাঁর বিখ্যাত কাব্য: মানসী (১৮৯০), সোনার তরী (১৮৯৪), চিত্রা (১৮৯৪), চৈতালী (১৮৯৭), কল্পনা (১৯০০), গীতাঞ্জলি (১৯১০), বলাকা (১৯১৬) ইত্যাদি।

১২. 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ২১ শে ফেব্রুয়ারি'র রচয়িতা কে? *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. শামসুর রাহমান

খ. আলতাফ মাহমুদ

গ. হাসান হাফিজুর রহমান

ঘ. আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী **উত্তর: ঘ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ২১ শে ফেব্রুয়ারি' এর রচয়িতা আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী।
- গানটির প্রথম সুরকার ও শিল্পী ছিলেন আবদুল লতিফ।
- গানটির বর্তমান সুরকার হলেন আলতাফ মাহমুদ।
- বঙ্গবন্ধুর জীবনভিত্তিক চলচ্চিত্র 'পলাশী থেকে ধানমন্ডি' (২০০৭), এর কাহিনি লিখে খ্যাতি অর্জন করেন আবদুল গাফফার চৌধুরী।
- শামসুর রাহমান হলেন বাংলাদেশের অন্যতম আধুনিক কবি।
- তাঁর ছদ্মনাম হল মজলুম আদিব।
- হাসান হাফিজুর রহমান আন্দোলনভিত্তিক সাহিত্য সংকলন 'একুশে ফেব্রুয়ারী' এবং 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র' সম্পাদনা করে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

১৩. কোন দ্বিরুক্তি শব্দজুটি বহুবচন সংকেত করে? *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. পাকা পাকা আম খ. ছি ছি কি করছ

গ. নরম নরম হাত ঘ. উড়ু উড়ু মন **উত্তর: ক**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- পাকা পাকা আম- এখানে 'পাকা পাকা' শব্দগুচ্ছটি আমের আধিক্য বা বহুবচন বোঝায়।
- এরূপ-রাশি রাশি ধান, ধামা ধামা ধান, ভালো ভালো আম, ছোট ছোট ডাল ইত্যাদি।
- ভাবের গভীরতা বোঝাতে অব্যয়ের দ্বিরুক্তি ব্যবহৃত হয়। যেমন: ছি ছি, তুমি কি করেছ?
- তীব্রতা বা সঠিকতা বোঝাতে- নরম নরম হাত, গরম গরম জিলাপি ইত্যাদি।
- সামান্যতা বোঝাতে- উড়ু উড়ু মন, কালো কালো চেহারা, উড়ু উড়ু ভাব ইত্যাদি।

১৪. কোন প্রবচন বাক্য ব্যবহারিক দিক হতে সঠিক? *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. যত গর্জে তত বৃষ্টি হয় না

খ. অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট

গ. নাচতে না জানলে উঠোন ভাঙ্গা

ঘ. যেখানে বাঘের ভয় সেখানে বিপদ হয় **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- সঠিক প্রবাদ-প্রবচন হলো-অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট, যার অর্থ -অতিরিক্ত লোকে খবরদারিতে কাজ পন্ড।
- ক. সঠিক হবে- যত গর্জে তত বর্ষে না; যার অর্থ- মুখে যত, কাজে তত নয়।
- গ. সঠিক হবে- নাঁচতে না জানলে উঠোন বাঁকা, যার অর্থ- অক্ষমতা ঢাকার জন্য বাজে অজুহাত।
- ঘ. সঠিক হবে- যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে সন্ধ্যা হয়; যার অর্থ -বিপদের আশঙ্কার স্থলে বিপদ নেমে আসে।

১৫. কোন বাক্যে 'মাথা' শব্দটি বুদ্ধি অর্থে ব্যবহৃত? *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. তিনিই সমাজের মাথা
খ. মাথা খাটিয়ে কাজ করবে
গ. লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল
ঘ. মাথা নেই তার মাথা ব্যথা **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- মাথা খাটিয়ে কাজ করবে- এ বাক্যে 'মাথা' শব্দটি 'বুদ্ধি' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
- তিনিই সমাজের মাথা- এ বাক্যে 'মাথা' শব্দটি 'মোড়ল' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
- লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল- এ বাক্যে 'মাথা' শব্দটি 'সম্মানহানি' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
- মাথা নেই তার মাথা ব্যথা- এ বাক্যে 'মাথা' শব্দটি 'আগ্রহ বা দুশ্চিন্তা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৬. কোন শব্দে বিদেশি উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে? *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. নিখুঁত খ. আনমনা
গ. অবহেলা ঘ. নিমরাজি **উত্তর: ঘ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- 'নিমরাজি' শব্দে ফারসি উপসর্গ 'নিম' ব্যবহৃত হয়েছে। এরূপ- নিমখুন।
- ফারসি উপসর্গ - কার, দর, না, নিম, ফি, বদ, বে, বর, ব, কম ইত্যাদি।
- নিখুঁত, নিখোঁজ, নিলাজ, নিভাঁজ, নিরেট ইত্যাদি শব্দে বাংলা উপসর্গ 'নি' ব্যবহৃত হয়েছে।
- 'আনমনা' শব্দে 'নি' ব্যবহৃত হয়েছে।
- 'আনমনা' শব্দে 'আন' বাংলা উপসর্গটি বিক্ষিপ্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এরূপ -আনচান।
- অবহেলা শব্দের 'অব' তৎসম উপসর্গ।
- বাংলা উপসর্গ ২১টি এবং তৎসম উপসর্গ ২০টি।

১৭. কোনটি তদ্ভব শব্দ? *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. চাঁদ খ. সূর্য
গ. নক্ষত্র ঘ. গগন **উত্তর: ক**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- চাঁদ একটি তদ্ভব শব্দ।
- তদ্ভব শব্দকে খাঁটি বাংলা শব্দও বলা হয়।
- তদ্ভব শব্দ: হাত, চোখ, মাথা, সাপ, চামার, চোখ, কাজ, ঘর, চাকা, পাথর ইত্যাদি।
- সূর্য, নক্ষত্র, গগন, তৎসম শব্দ। কিছু গুরুত্বপূর্ণ তৎসম শব্দ- হস্ত, মস্তক, চক্ষু, সর্প, গৃহ, কার্য, প্রস্তর ইত্যাদি।

১৮. 'উভয়কূল রক্ষা' অর্থে ব্যবহৃত প্রবচন কোনটি? *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. কারো পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ
খ. চাল না চুলো, ঢেঁকী না কুলো
গ. সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে
ঘ. বোঝার উপর, শাকের আঁটি **উত্তর: গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- 'সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে'- প্রবাদ-প্রবচনটি 'উভয়কুল রক্ষা' অর্থে ব্যবহৃত হয়।
- 'কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ' প্রবাদ-প্রবচনটির অর্থ- একই ঘটনায় একজনের যখন বিপদ অন্যজনের তখন আনন্দ।
- 'চাল না চুলো ঢেঁকি না কুলো' প্রবচনটির অর্থ- নিতান্ত নিঃস্ব।
- 'বোঝার ওপর শাকের আঁটি' প্রবচনটির অর্থ ঝামেলার ওপর ঝামেলা।

খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)- বাংলা

১. 'নীল অপরাজিতা' উপন্যাসটির রচয়িতা কে? *[খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-২০২১]*

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. শামসুর রাহমান ঘ. হুমায়ূন আহমেদ **উত্তর: ঘ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- 'নীল অপরাজিতা' উপন্যাসের রচয়িতা হুমায়ূন আহমেদ। উপন্যাসটি ১৯৯১ সালে প্রকাশিত।
- একজন ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। তার নাম শওকত। অন্যান্য চরিত্র মোফাজ্জল করিম, পুষ্প।
- হুমায়ূন আহমেদের প্রথম উপন্যাস 'নন্দিত নরকে'। তার মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস-আগুনের পরশমনি, জোছনা ও জননীর গল্প, শ্যামল ছায়া, অনিল বাগচীর একদিন।
- হুমায়ূন আহমেদের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উপন্যাস- শ্রাবণ মেঘের দিন, নয় নম্বর বিপদ সংকেত, সাজঘর, দারুচিনি দ্বীপ, আমার আছে জল, দেয়াল, কোথাও কেউ নেই, শঙ্খনীল কারাগার ইত্যাদি।

- রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত উপন্যাস- গোরা, চোখের বালি, ঘরে-বাইরে, নৌকাডুবি, ডাকঘর, শেষের কবিতা, চতুরঙ্গ ইত্যাদি।
- কাজী নজরুল এর ৩টি উপন্যাস- বাঁধনহারা, মৃত্যুক্ষুধা এবং কুহেলিকা।
- শামসুর রহমানের উপন্যাস- অক্টোপাস, নিয়ত মন্তাজ, অদ্ভুত আঁধার এক।

২. 'সব কটা জানালা খুলে দাও না'- গানটির সুরকার কে?
[খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-২০২১]

ক. কাজী নজরুল ইসলাম
খ. নজরুল ইসলাম বাবু
গ. গোবিন্দ হালদার
ঘ. আপেল মাহমুদ **উত্তর:**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:
- 'সব কটা জানালা খুলে দাও না' গানটির সুরকার আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল। তার সুর ও সংগীত পরিচালনায় গানটি গেয়েছেন সাবিনা ইয়াসমিন।
- আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুলের সুর করা কিছু দেশাত্মবোধক গান- 'সুন্দর সুবর্ণ তারুণ্য লাবণ্য', 'বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ', 'এই দেশ আমার সুন্দরী রাজকন্যা'।
- গানটির গীতিকার নজরুল ইসলাম বাবু। এটি একটি দেশাত্মবোধক গান।
- নজরুল ইসলাম বাবু রচিত বিখ্যাত আরেকটি দেশাত্মবোধক গান "একটি বাংলাদেশ তুমি জাগ্রত জনতার'।
- কাজী নজরুল ইসলাম রচিত বিখ্যাত গান- 'রমজানের এই রোজার শেষে', 'কারার ঐ লোহকপাট', 'মোরা আর জনমে ইত্যাদি'।
- গোবিন্দ হালদার রচিত বিখ্যাত গান- 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি', 'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে', 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে', পদ্মা মেঘনা যমুনা ইত্যাদি।
- আপেল মাহমুদ গোবিন্দ হালদারের লেখা 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি', গানের সুরকার। তার লেখা বিখ্যাত গান 'রক্তের প্রতিশোধ রক্তে নেব আমরা'।

৩. 'ব্রজবুলি' বলতে কী বোঝানো হয়? *[খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-২০২১]*

ক. ব্রজ সম্প্রদায়ের কথা
খ. বাংলা ও হিন্দির যোগফল
গ. একরকম কৃত্রিম কবিভাষা
ঘ. অপভ্রংশ **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:
- ব্রজবুলি হলো এক ধরনের কৃত্রিম কবিভাষা। এটি হলো বাংলা ও মৈথিলি ভাষার মিশ্রণ।
- ব্রজবুলি ভাষার স্রষ্টা মিথিলার কবি বিদ্যাপতি। তিনি ব্রজবুলি ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলি রচনা করেন।
- ব্রজবুলি ভাষায় আরও যারা লিখতেন- চন্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস।
- বৈষ্ণব পদাবলির অধিকাংশ পদ ব্রজবুলি ভাষায় রচিত।
- মধ্যযুগের অন্যতম সাহিত্যিক ভাষা হিসেবে এটি স্বতন্ত্র জনপ্রিয়তা লাভ করে।
- আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রজবুলি ভাষায় রচনা করেন 'ভানুসিংহের পদাবলি'।

৪. বাংলা ভাষার খাঁটি বাংলা উপসর্গ কয়টি?
[খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-২০২১]

ক. ২১ খ. ২২
গ. ২০ ঘ. ১৯ **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:
- বাংলা ভাষার খাঁটি বাংলা উপসর্গ ২১টি। খাঁটি বাংলা উপসর্গগুলো দেশি উপসর্গও বলা হয়।
- খাঁটি বাংলা উপসর্গগুলো- অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, উন, কদ, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সু, হা।
- বাংলা ভাষায় ৩ প্রকার উপসর্গ রয়েছে। সংস্কৃত উপগর্স ২০টি এবং বিদেশী উপসর্গ।
- আ, সু, বি, নি এই চারটি উপসর্গ বাংলা এবং তৎসম উভয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, অর্থদ্যোতকতা রয়েছে। উপসর্গ শব্দের শুরুতে বসে।

৫. 'নীহারিকা দেবী' ছদ্মনামে কে লিখতেন?
[খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-২০২১]

ক. অরুন্ধতী রায়
খ. কামিনী রায়
গ. প্রমথ চৌধুরী
ঘ. অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:
- 'নীহারিকা দেবী' ছদ্মনামে লিখতেন অচিন্ত্য কুমার সেন গুপ্ত। ১৯২১ সালে তিনি প্রবাসী পত্রিকায় এই ছদ্মনামে প্রথম কবিতা লেখেন।
- অচিন্ত্যকুমারের বিখ্যাত সাহিত্যকর্ম- বেদে, প্রথম কদমফুল, উদ্যত খড়গ, কল্লোল যুগ, অকাল বসন্ত, অমাবস্যা ইত্যাদি।

iddabari your success benchmark

- অরুন্ধতী রায় একজন বিখ্যাত ভারতীয় ঔপন্যাসিক। তিনি 'দ্য গড অব স্মল থিংসের' জন্য ১৯৯৭ সালে ম্যান বুকার পুরুস্কার লাভ করেন।
- কামিনী রায় 'জনৈক বঙ্গমহিলা' ছদ্মনামে লিখতেন। তার বিখ্যাত কবিতা 'পরার্থে' এবং 'পাছে লোকে কিছু বলে'।
- প্রমথ চৌধুরীর ছদ্মনাম বীরবল। তিনি বাংলা সাহিত্যে চলিত রীতির প্রবর্তক। তিনি সবুজপত্র পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তার বিখ্যাত সাহিত্যকর্ম- তেল-নুন-লাকড়ী, বীরবলের হালখাতা, সনেট পঞ্চাশৎ ইত্যাদি।

৬. 'জল' শব্দের সমার্থক নয় কোনটি? *[খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-২০২১]*

ক. নীর খ. সলিল
গ. উদক ঘ. জলধি **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- জল এর সমার্থক নয় জলধি। জলধি এর সমার্থক হলো- সমুদ্র, সাগর, অর্ণব, পয়োধি, পাথার, পারাপার, বারিধি, রত্নাকর, সিন্ধু, বারীশ, দরিয়া, নীলাম্বু।
- জল এর সমার্থক শব্দ - নীর, সলিল, উদক, অম্বু, অপ, পানি, বারুণ ইত্যাদি।

৭. নিত্য মূর্ধন্য-ষ কোন শব্দে বর্তমান- *[খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-২০২১]*

ক. কষ্ট খ. উপনিষৎ
গ. কল্যাণীয়েষু ঘ. আষাঢ় **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- নিত্য 'ষ' হয়েছে 'আষাঢ়' শব্দের বানানে। কিছু শব্দের বানানে নিত্য/স্বভাবতই 'ষ' হয়। যেমন- ভাষণ, ভাষা, উষা, পৌষ, পাষাণ, মানুষ, ঔষধ, ষড়যন্ত্র, ভূষণ ইত্যাদি।
- 'ট' বর্গীয় ধ্বনির সঙ্গে 'ষ' যুক্ত হয়। যেমন: কষ্ট, স্পষ্ট, নষ্ট, ওষ্ঠ, কাষ্ঠ।
- সংস্কৃত উপসর্গযুক্ত শব্দে 'ষ' যুক্ত হয়। যেমন উপনিষ, অভিষেক, বিষম, অনুষঙ্গ ইত্যাদি।
- সম্মানসূচক পুরুষবাচক শব্দে 'ষ' ব্যবহৃত হয়। যেমন: কল্যাণীয়েষু, শ্রদ্ধাজনাবেষু ইত্যাদি। কিন্তু সম্মানসূচক নারীবাচক শব্দে 'ষ' না হয়ে 'স' হয়। যেমন- কল্যাণীয়াসু।

৮. 'খণ্ড প্রলয়' বাগধারাটির অর্থ কী? *[খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-২০২১]*

ক. সামান্য বস্তু খ. কোলাহল
গ. ভীষণ ব্যাপার ঘ. ভীষণ গণ্ডগোল **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- 'খণ্ড প্রলয়' বাগধারার অর্থ ভীষণ গণ্ডগোল। এর প্রায় সমার্থক বাগধারা হলো আধা খেঁচড়া, গোলে হরিবল।
- 'ছেলের হাতের মোয়া' বাগধারা অর্থ সামান্য বস্তু।
- কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাগধারা-
  - * কলুর বলদ- একটানা খাটুনি
  - * গণেশ উল্টানো- ফেল মারা
  - * কেউ কেটা- সামান্য ব্যক্তি
  - * খয়ের খাঁ- চাটুকার
  - * ইঁদুর কপালে- মন্দভাগ্য।

৯. কবি জীবনানন্দ দাশ জন্মগ্রহণ করেন কোথায়? *[খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-২০২১]*

ক. বরিশালে খ. সাতক্ষীরায়
গ. মেদিনীপুরে ঘ. কোলকাতায় **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- কবি জীবনানন্দ দাশ বরিশালে জন্ম-গ্রহণ করেন ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ সালে।
- তার পৈতৃক নিবাস বিক্রমপুর। তার মা কবি কুসুমকুমারী দাশ।
- তার বিখ্যাত সাহিত্যকর্ম- ঝরাপালক, ধূসর পাণ্ডুলিপি, বনলতা সেন, রূপসী বাংলা, মাল্যবান, কবিতার কথা।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার কবিতাকে 'চিত্ররূপময়', বুদ্ধদেব বসু তাকে 'নির্জনতম কবি' বলেছেন।
- সিকান্দার আবু জাফর, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী সাতক্ষীরায় জন্মগ্রহণ করেন।
- পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
- কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যারীচাঁদ মিত্র সহ অসংখ্য কবি সাহিত্যিক।

১০. 'ঢেউ' এর প্রতিশব্দ কোনটি? *[খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-২০২১]*

ক. বারিধি খ. ঊর্মি
গ. তটিনী ঘ. বীচি **উত্তর:** খ,ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- ঢেউ এর প্রতিশব্দ ঊর্মি, বীচি, কল্লোল, জোয়ার, তরঙ্গ, লহরী, হিল্লোল।

- তটিনী এর প্রতিশব্দ- নদী, সরিৎ, শৈবলিনী, তরঙ্গিনী, স্রোতস্বিনী, প্রবাহিনী, গাঙ ইত্যাদি।
- বারিধির প্রতিশব্দ- সাগর, সমুদ্র, অর্ণব, জলধি, পাথার, পারাপার, সিন্ধু, দরিয়া, বারীশ ইত্যাদি।

১১. বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কোন উপসর্গটি?
[খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-২০২১]

ক. উপকণ্ঠ খ. উপবন
গ. উপভোগ ঘ. উপগ্রহ **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:
- বিশেষ অর্থে 'উপ' উপসর্গটি ব্যবহৃত হয়েছে 'উপভোগ' শব্দে।
- 'উপ' একটি তৎসম উপসর্গ। এই উপসর্গটি বিভিন্ন অর্থে তৎসম শব্দে ব্যবহৃত হয়। যেমন-
  * বিশেষ অর্থে-উপভোগ, উপনয়ন।
  * সামীপ্য অর্থে- উপকণ্ঠ, উপকূল
  * সদৃশ অর্থে-উপবন, উপদ্বীপ,
  * ক্ষুদ্র অর্থে- উপগ্রহ, উপনেতা।

১২. নিচের কোনটি অশুদ্ধ?*[খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-২০২১]*

ক. প্রসন্ন-বিষণ্ন খ. নিষ্পাপ-পাপিনী
গ. অহিংস-সহিংস ঘ. দোষী-নির্দোষী **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:
- অশুদ্ধ বিপরীত শব্দ যুগল হলো দোষী-নির্দোষী। এর শুদ্ধরূপ হলো দোষী-নির্দোষ।
- প্রসন্ন-বিষণ্ন, অহিংস-সহিংস, নিষ্পাপ-পাপিনী এগুলো শুদ্ধ বিপরীত শব্দ।
- কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিপরীত শব্দ- বিদ্বান-বিদুষী, বিরত-নিরত, বিসর্জন-আবাহন, মহাজন-খাতক, আকুঞ্চন-প্রসারণ।

১৩. অমিত্রাক্ষর ছন্দের বৈশিষ্ঠ্য হলো-*[খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-২০২১]*

ক. চরণের প্রথমে মিল খ. বিশ মাত্রার পর্ব থাকে
গ. অন্ত্যমিল আছে ঘ. অন্ত্যমিল নেই **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:
- অমিত্রাক্ষর ছন্দের বৈশিষ্ট্য হলো এর অন্ত্যমিল নেই। এটি পয়ার এর অপর রূপ। প্রতি লাইনে ৮+৬ পর্বের ১৪ অক্ষর থাকে।
- অমিত্রাক্ষর ছন্দের অপর নাম প্রবাহমান অক্ষরবৃত্ত ছন্দ।
- বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের জনক হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
- 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ।
- মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতাটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত।

১৪. বাংলা বর্ণমালায় অর্ধমাত্রার বর্ণ কয়টি?*[খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-২০২১]*

ক. ১০ খ. ৭
গ. ৮ ঘ. ৯ **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:
- বাংলা বর্ণমালায় অর্ধমাত্রার বর্ণ ৮টি।
- মাত্রা অনুসারে বর্ণের তালিকা-

বর্ণ	সংখ্যা	স্বরবর্ণ	ব্যঞ্জনবর্ণ
মাত্রাহীন	১০টি	৪টি-এ, ঐ, ও, ঔ	৬টি- ঙ, ঞ, ৎ, ং, ঃ, ঁ
অর্ধমাত্রা	৮টি	১টি- ঋ	৭টি- খ, গ, ণ, থ, ধ, প, শ
পূর্ণমাত্রা	৩২টি	৬টি- অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ	২৬টি

১৫. 'প্রাণভয়' কোন সমাস? *[খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-২০২১]*

ক. ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ
খ. অলুক দ্বন্দ্ব
গ. উপমান কর্মধারয়
ঘ. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:
- 'প্রাণ ভয়' মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস। যে কর্মধারয় সমাসে মাঝের পদ লোপ পায় তা-ই মধ্যপদলোপী কর্মধারয়।
- প্রাণভয় সমাসবদ্ধ শব্দটির ব্যাসবাক্য হলো 'প্রাণ যাওয়ার ভয়'। মধ্যপদ 'যাওয়ার' লোপ পেয়ে সমস্তপদ হয়েছে প্রাণভয়।
- মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ের উদাহরণ- সাহিত্য বিষয়ক সভা= সাহিত্যসভা, সিংহ চিহ্নিত আসন= সিংহাসন, ধর্ম বিষয়ক শাস্ত্র- ধর্মশাস্ত্র।
- ৬ষ্ঠী বিভক্তি (র, এর) লোপে ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন- চায়ের দোকান= চা বাগান, রাজার পুত্র= রাজপুত্র।
- অলুক দ্বন্দ্ব সমাসে কোনো বিভক্তি লোপ হয় না। যেমন- দুধে ও ভাতে= দুধে-ভাতে, সাপে ও নেউলে =সাপে-নেউলে।
- উপমান কর্মধারয় সমাসে বস্তুর সাধারণ গুণ উল্লেখ করে তুলনা করা হয়। যেমন- ভ্রমরের ন্যায় কালো= ভ্রমরকালো, তুষারের ন্যায় শুভ্র= তুষারশুভ্র।

১৬. নিচের কোন শব্দে ণ-ত্ব বিধান অনুসারে 'ণ' এর ব্যবহার হয়েছে? *[খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-২০২১]*

ক. নিক্বণ খ. লবণ

গ. কল্যাণ ঘ. ব্যাকরণ **উত্তর: ঘ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- ণ-ত্ব বিধান অনুসারে 'ণ' এর ব্যবহার হয়েছে 'ব্যাকরণ' শব্দে। ঋ, র, ষ এর পরে 'ন' ধ্বনি 'ণ' হয়। যেমন- ব্যাকরণ, ঋণ, কারণ, মরণ, ভীষণ, বর্ণ, তৃণ, ভাষণ, উষ্ণ ইত্যাদি।
- নিক্বণ, লবণ এবং কল্যাণ এই শব্দগুলোতে স্বভাবতই 'ণ' ব্যবহার হয়েছে। স্বভাবতই 'ণ' হয় এমন আরও শব্দ হলো মাণিক্য, বীণা, কণিকা, পুণ্য, লাবণ্য, বাণী, বণিক ইত্যাদি।
- ট-বর্গীয় ধ্বনির আগে তৎসম শব্দে সবসময় 'ণ' যুক্ত হয়। যেমন- ঘণ্টা, লণ্ঠন, কাণ্ড ইত্যাদি।
- সমাসবদ্ধ শব্দে 'ণ' হয় না। যেমন- ত্রিনয়ন, সর্বনাম, দুর্নাম ইত্যাদি।
- ত-বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে যুক্ত 'ন' কখনো 'ণ' হয় না। যেমন-অন্ত, ক্রন্দন, গ্রন্থ ইত্যাদি।

১৭. 'যিনি উপকার করেন, তাঁকে সবাই শ্রদ্ধা করেন।' - কোন ধরনের বাক্য? *[খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-২০২১]*

ক. মিশ্র বাক্য খ. যৌগিক বাক্য

গ. প্রশ্নবোধক বাক্য ঘ. সরল বাক্য **উত্তর: ক**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- 'যিনি উপকার করেন, তাকে সবাই শ্রদ্ধা করেন' বাক্যটি মিশ্রবাক্য। বাক্যটিতে একটি স্বাধীন খন্ড বাক্য- তাকে সবাই শ্রদ্ধা করেন, এবং একটি আশ্রিত খন্ড বাক্য- যিনি উপকার করেন। তাই এটি মিশ্র বা জটিল বাক্য।
- যৌগিক বাক্যে একাধিক স্বাধীন বাক্য অব্যয় দ্বারা যুক্ত থাকে। যেমন- ছেলেটি মেধাবী কিন্তু তার চরিত্র ভালো নয়।
- প্রশ্নবোধক বাক্য দ্বারা কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়। যেমন- তোমার নাম কী?
- সরল বাক্যে একটি কর্তা ও একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে। যেমন- সে একজন ভালো লোক।

১৮. 'নিষ্কর' এর সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? *[খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-২০২১]*

ক. নিঃ+কর খ. নীঃ+কর

গ. নিষ+কর ঘ. নিস্+কর **উত্তর: ক**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- নিষ্কর এর সন্ধি বিচ্ছেদ নিঃ+কর। এটি বিসর্গ সন্ধি সাধিত শব্দ।
- ই কিংবা উ ধ্বনির পরের বিসর্গের সঙ্গে 'র' এর সন্ধি হলে বিসর্গের লোপ হয় ও বিসর্গের পূরবর্তী হ্রস স্বর দীর্ঘ স্বর। যেমন- নিঃ+রব = নীরব, নিঃ+রস = নীরস।
- অঘোষ অল্পপ্রাণ ও অঘোষ মহাপ্রাণ কণ্ঠ্য কিংবা ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন পরে থাকলে অ বা আ ব্যতীত অন্য স্বরধ্বনির পরস্থিত বিসর্গ স্থলে অঘোষ মূর্ধন্য শিশ ধ্বনি (ষ) হয়। যেমন- দুঃ+কর = দুষ্কর, নিঃ+পাপ = নিষ্পাপ ইত্যাদি।

১৯. 'কবির কাজ হচ্ছে কাব্য সৃষ্টি করা'- এখানে 'কাব্য' এর কারক বিভক্তি কোনটি? *[খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-২০২১]*

ক. কর্মে শূন্য খ. করণে শূন্য

গ. অধিকরণে শূন্য ঘ. কর্তায় শূন্য **উত্তর: ক**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- 'কবির কাজ হচ্ছে কাব্য সৃষ্টি করা' বাক্যে 'কাব্য' কর্ম কারকে শূণ্য বিভক্তি। কর্তা (কবি) যাকে (কাব্য) আশ্রয় করে কাজ সম্পন্ন করে তা-ই কর্মকারক। 'কাব্য' শব্দে শূন্য বিভক্তি ব্যবহার হয়েছে। তাই এটি কর্মে শূন্য।
- কর্মকারকে শূন্য বিভক্তির আরও উদাহরণ- 'নাসিমা ফুল তুলছে', 'ডাক্তার ডাক'।
- ক্রিয়া সম্পাদনের উপকরণ বা সহায়কই হলো করণ কারক। করণে শূন্য বিভক্তির উদাহরণ- 'ছাত্ররা বল খেলে', 'সে তার মাথায় লাঠি মেরেছে'।
- ক্রিয়া সম্পাদনের কাল (সময়) এবং আধারকে (স্থান) অধিকরণ কারক বলে। অধিকরণে শূন্য বিভক্তির উদাহরণ- 'আমি ঢাকা যাব', 'বাবা বাড়ি নেই'।
- কর্তা ক্রিয়া সম্পাদন করে। কর্তায় শূন্য কারকের উদাহরণ- 'হামিদ বই পড়ে, রহিম বাজারে যায়'।

২০. কোনটি সঠিক বানান? *[খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-২০২১]*

ক. নিশিথিনি খ. নিশিথিনী

গ. নীশিথিনী ঘ. নিশীথিনী **উত্তর: ঘ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- সঠিক বানানটি হলো নিশীথিনী। এটি সংস্কৃত শব্দ এবং বিশেষ্য পদ। এর অর্থ গভীর রাত, রজনি।
- কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দের শুদ্ধ বানান- মনীষী, মুমূর্ষু, সমীচীন, পিপীলিকা, মনঃকষ্ট, অহোরাত্র, দুরবস্থা ইত্যাদি।

২১. কোন বাক্যটি শুদ্ধ? *[খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-২০২১]*

ক. আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত

খ. তার কথা শুনে আমি আশ্চর্য্যান্বিত হলাম

গ. তোমার পরশ্রীকাতরতায় আমি মুগ্ধ নই

ঘ. সেদিন থেকে তিনি সেখানে আর যায় না **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- 'তার কথা শুনে আমি আশ্চর্য্যান্বিত হলাম' বাক্যটি শুদ্ধ। এই বাক্যে প্রতিটি পদের ব্যাকরণিক ভাবগত ও অর্থগত সম্পর্ক রয়েছে।
- 'আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত' বাক্যের শুদ্ধরূপ 'আপনি সপরিবারে আমন্ত্রিত'।
- 'তোমার পরশ্রীকাতরতায় আমি মুগ্ধ' এর শুদ্ধ রূপ 'তোমার পরশ্রীকতরতায় আমি ক্ষুব্ধ/মুগ্ধ নই'।
- 'সেদিন থেকে তিনি আর সেখানে যায় না' এর শুদ্ধরূপ হলো-'সেদিন থেকে তিনি আর সেখানে যান না'।

২২. 'যে নারী পূর্বে অপরের বাগদত্তা ছিল'- তাকে এক কথায় কী বলে? *[খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-২০২১]*

ক. অভিসারিণী খ. অনন্যপূর্বা

গ. অন্যপূর্বা ঘ. প্রোষিতভর্তৃকা **উত্তর: গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- যে নারী পূর্বে অপরের বাগদত্তা ছিল তাকে এক কথায় বলে- অন্যপূর্বা।
- নারী সম্পর্কিত গরুত্বপূর্ণ কিছু এক কথায় প্রকাশ:
  - * যে নারীর স্বামী এবং পুত্র মৃত- অবীরা
  - * যে নারীর বিয়ে হয় নি-কুমারী
  - * যে নারীর হাসি সুন্দর-সুস্মিতা
  - * যে নারীর হিংসা নেই- অনসূয়া
  - * যে নারী পূর্বে অন্যের বাগদত্তা ছিল-অন্যপূর্বা
  - * যে নারীর স্বামী বিদেশ - প্রোষিতভর্তৃকা

২৩. সমাসের রীতি কোন ভাষা থেকে আগত? *[খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-২০২১]*

ক. উর্দু খ. ফার্সি

গ. সংস্কৃত ঘ. বাংলা **উত্তর: গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- সমাসের রীতি সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত। সমাস সংস্কৃত শব্দ।
- সম্+√অস+অ= সমাস, সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয় সাধিত শব্দ। এর অর্থ সংক্ষেপণ, একাধিক পদের একপদীকরণ।
- সমাস ৪ প্রকার। [নবম-দশম শ্রেণীর বাংলা ব্যাকরণ নতুন সংস্করণ] যথা- দ্বন্দ্ব, কর্মধারয়, তৎপুরুষ ও বহুব্রীহি।
- সমাসবদ্ধ শব্দকে সমস্তপদ বলে।
- যে সব শব্দ দ্বারা সমস্তপদকে ব্যাখা করা হয় তাকে ব্যাসবাক্য বলে। এর অপর নাম বিগ্রহ সমাসবাক্য।
- সমস্তপদের অন্তর্গত পদগুলোকে সমস্যমান পদ বলে।
- সমাসবদ্ধ শব্দের প্রথম অংশ পূর্বপদ এবং শেষ অংশ পরপদ বা উত্তর পদ।

২৪. বাংলা সাহিত্যে চলিত ভাষার প্রবর্তক কে? *[খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-২০২১]*

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

গ. প্রমথ চৌধুরী

ঘ. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী **উত্তর: গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- বাংলা সাহিত্যে চলিত ভাষার প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরী। তিনি প্রথম চলিত রীতি প্রয়োগ করেন 'হালখাতা' গদ্যগ্রন্থে। পরবর্তীতে 'বীরবলের হালখাতা' প্রবন্ধ ও চলিত ভাষায় রচনা করেন।
- বাংলা সাহিত্যে চলিত রীতি প্রবর্তনে 'সবুজপত্র' পত্রিকার অবদান অপরিসীম। এর সম্পাদক ছিলেন প্রমথ চৌধুরী।
- বাংলা সাহিত্যে গদ্য এবং যতি চিহ্নের প্রবর্তক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
- রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এর প্রতিষ্ঠাতা।

২৫. 'চাচা কাহিনী' এর লেখক কে? *[খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-২০২১]*

ক. দিলারা হাশেম

খ. আবু জাফর শামসুদ্দিন

গ. সরদার জয়েন উদ্দিন

ঘ. সৈয়দ মুজতবা আলী **উত্তর: ঘ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- চাচা কাহিনী এর লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী। এটি তার রচিত একটি ছোটগল্প যা ১৯৫২ সালে প্রকাশিত হয়।
- তার অন্যান্য রচনা- পঞ্চতন্ত্র (রম্য), বড়বাবু, রসগোল্লা, টুনি মেম, তুলনাহীন, দেশে-বিদেশে (ভ্রমণকাহিনী)।

iddabari your success benchmark

- দিলারা হাশেমের ছোটগল্প- হলদে পাখির কান্না, নায়ক, সিন্ধু পারের উপাখ্যান। তার বিখ্যাত উপন্যাস ঘর মন জানালা।
- আবু জাফর শামসুদ্দীন এর বিখ্যাত রচনা পদ্মা মেঘনা যমুনা, শেষ রাত্রির তারা, দেয়াল।
- সরদার জয়েনউদ্দীনের রচনা- নয়ন ঢুলী, অনেক সূর্যের আশা, আদিগন্ত।

২৬. বাংলা ভাষার প্রথম সাময়িক পত্র কোনটি?*[খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-২০২১]*

ক. বঙ্গদর্শন খ. দিকদর্শন
গ. সংবাদ প্রভাকর ঘ. তত্ত্ববোধিনী **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- বাংলা ভাষার প্রথম সাময়িক পত্র দিকদির্শন। সাময়িকীটি ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত হয়।
- 'দিক দর্শন' মাসিক সাময়িকীটির সম্পাদক ছিলেন ক্লার্ক মার্শম্যান।
- ১৮৫৫ সালে সাময়িকীটি বন্ধ হয়ে যায়।
- 'বঙ্গদর্শন' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত এবং ১৮৭২ সালে প্রকাশিত একটি পত্রিকা। বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিকাশে এর অবদান অপরিসীম।
- 'সংবাদ প্রভাকর' বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক পত্রিকা। ১৮৩৯ সালে প্রকাশিত পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
- 'তত্ত্ববোধিনী' ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র। এর সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত।

২৭. 'নিষ্কর' এর সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?*[খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-২০২১]*

ক. নিষ্+কর খ. নিস্+কর
গ. নিঃ+কর ঘ. নীঃ+কার **উত্তর: গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- নিষ্কর এর সন্ধি বিচ্ছেদ নিঃ+কর। এটি বিসর্গ সন্ধি সাধিত শব্দ।
- ই কিংবা উ ধ্বনির পরের বিসর্গের সঙ্গে 'র' এর সন্ধি হলে বিসর্গের লোপ হয় ও বিসর্গের পূরবর্তী হ্রস স্বর দীর্ঘ স্বর। যেমন- নিঃ+রন=নীরব, নিঃ+রস=নীরস।
- অঘোষ অল্পপ্রাণ ও অঘোষ মহাপ্রাণ কণ্ঠ্য কিংবা ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন পরে থাকলে অ বা আ ব্যতীত অন্য স্বরধ্বনির পরস্থিত বিসর্গ স্থলে অঘোষ মূর্ধন্য শিশ ধ্বনি (ষ) হয়। যেমন- দুঃ+কর=দুষ্কর, নিঃ+পাপ= নিষ্পাপ ইত্যাদি।

২৮. 'ধৃষ্ট' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?*[খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-২০২১]*

ক. মুক্ত খ. নিরীহ
গ. দুষ্ট ঘ. বিনয়ী **উত্তর: ঘ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- 'ধৃষ্ট' এর বিপরীত শব্দ বিনয়ী।
- ধৃষ্ট অর্থ- উদ্ধত, প্রগলভ, অবিনীত, উগ্র, বিনয়ী অর্থ সংযত, শান্ত।
- মুক্ত এর বিপরীত বন্দী, নিরীহ এর বিপরীত হিংস্র, দুষ্ট এর বিপরীত শিষ্ট।

২৯. 'তোমার মার বাড়ি, তুমি যাও, আমি আমার বাড়িতে থাকি। আবার আমাকে দেখতে এসো।' উক্তিটি কোন গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?*[খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-২০২১]*

ক. রক্তাক্ত প্রান্তর
খ. অসমাপ্ত আত্মজীবনী
গ. কারাগারের রোজনামচা
ঘ. দৌলত কাজী **উত্তর: গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- প্রদত্ত উক্তিটি 'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।
- ১৯৬৭ সালে শেখ মুজিবুর রহমান কারাবন্দী থাকা অবস্থায় ৮ ফেব্রুয়ারি শেখ রাসেল তাকে দেখতে এসে বাড়ি যাওয়ার কথা বললে তিনি এই উক্তিটি বলেন।
- 'কারাগারের রোজনামচা' শেখ মুজিবুর রহমান রচিত একটি স্মৃতিগাঁথা। গ্রন্থটি ২০১৭ সালে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়।
- বইটির ভূমিকা লিখেছেন শেখ হাসিনা এবং নামকরণ করেছেন শেখ রেহানা।
- 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী গ্রন্থ। এটি ২০১২ সালে প্রকাশিত হয়।
- 'রক্তাক্ত প্রান্তর' মুনীর চৌধুরী রচিত একটি ঐতিহাসিক নাটক। এই নাটকের বিখ্যাত উক্তি 'মানুষ মরে গেলে পচে যায়, বেঁচে থাকলে বদলায়, কারণে-অকারণে বদলায়।
- 'দৌলত কাজী' মধ্যযুগের বিশিষ্ট কবি 'সতীময়না', লোর চন্দ্রাণী তার বিখ্যাত গ্রন্থ।

iddabari your success benchmark

৩০. **'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'- তে উল্লিখিত আন্দামান বলতে কী বুঝায়?** *[খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-২০২১]*

ক. পাকিস্তান আমলের সরকারি অফিস
খ. ইংরেজ আমলের জেলখানা
গ. একটি সাগরের নাম
ঘ. একটি জেলার নাম **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- 'অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে' তে উল্লেখিত আন্দামান বলতে ইংরেজ আমলের একটি জেলখানা বুঝায়।
- আন্দামানে ১৭৮৯ সালে প্রথম জেলখানা নির্মাণ করেন ইংরেজ লেফটেন্যান্ট আর্কিবল্ড ব্লেয়ার।
- বঙ্গবন্ধু রচিত 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থটি ২০১২ সালে প্রকাশিত হয়। এতে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ঘটনাবলি স্থান পেয়েছে।

গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন শেখ হাসিনা। এর ইংরেজি অনুবাদ করেন অধ্যাপক ফখরুল আলম।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা)- বাংলা

১. **'চর্যাপদ' হলো মূলত-***[বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. গানের সংকলন খ. কবিতার সংকলন
গ. প্রবন্ধের সংকলন ঘ. কোনোটাই নয় **উত্তর: ক**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র নিদর্শন চর্যাগীতিকোষ বা চর্যাগীতি বা চর্যাপদ।
- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সারে নেপালের রাজদরবার (রয়েল লাইব্রেরী) থেকে চর্যাপদ আবিষ্কার করেন। মহামহোপাধ্যায় তাঁর উপাধি।
- চর্যাপদ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা।
- চর্যাপদের প্রথম পদের রচয়িতা লুইপা।
- চর্যাপদের বেশি পদের রচয়িতা কাহ্নপা।

২. **'বইপড়া' কোন সমাস?***[বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. বহুব্রীহি খ. কর্মধারয়
গ. তৎপুরুষ ঘ. অব্যয়ীভাব **উত্তর: গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- যে সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পায় এবং পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায়, তাকেই তৎপুরুষ সমাস বলে।
- পূর্বপদের কে রে ব্যাপিয়া বিভক্তি লোপ পেলে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়।
- ব্রীহি অর্থ ধান। বহুব্রীহি অর্থ- বহু ধান আছে যার। যে সমাসের সমস্তপদে পূর্বপদ ও পরপদের অর্থ না বুঝিয়ে, অন্য কোনো পদকে বোঝায়, তাই বহুব্রীহি সমাস। যেমন- স্বচ্ছ সলির যার = স্বচ্ছসলিলা।
- বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ মিলে যে সমাস হয় এবং বিশেষ্য পরপদের অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকেই কর্মধারয় সমাস বলে। কর্মধারয় সমাসে পরপদের অর্থই প্রধান। কাঁচামিঠা = কাঁচা অথচ মিঠা।
- অব্যয়ীভাব অর্থ অব্যয়ের ভাব বর্তমান, পূর্বপদে অব্যয়যোগে নিষ্পন্ন সমাসে যদি অব্যয়েরই অর্থের প্রাধান্য থাকে, তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। যেমন- দিন দিন = প্রতিদিন।

৩. **কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম তারিখ কোনটি?***[বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. ১১ জ্যেষ্ঠ খ. ২২ শে শ্রাবণ
গ. ১২ ভাদ্র ঘ. ২৫ বৈশাখ **উত্তর: ক**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কাজী নজরুল ইসলাম ২৪ মে,১৮৯৯ সালে (বাংলা- ১১ই জৈষ্ঠ্য, ১৩০৬) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোলের চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- তিনি ২৯ আগস্ট, ১৯৭৬ সালে (বাংলা-১২ই ভাদ্র, ১৩৮৩) সকাল ১০টা ১০ মিনিটে মাত্র ৭৭ বছর বয়সে ঢাকার পিজি হাসপাতালে ইহলোক ত্যাগ করেন।
- তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কবি হিসেবে পরিচিত।
- তিনি বাংলাদেশে রণসংগীতের রচয়িতা।
- তিনি বাংলা সাহিত্যে মুক্ত ছন্দের প্রবর্তক।
- তাঁর কিছু উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম- বাঁধন-হারা, কুহেলিকা, অগ্নিবীণা, বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী, সাম্যবাদী ইত্যাদি।
- তার ডাক নাম হচ্ছে "দুখু মিয়া"।

৪. **'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'- কে বলেছেন?***[বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. চন্ডীদাস খ. বিদ্যাপতি
গ. রামকৃষ্ণ পরমহংস ঘ. বিবেকানন্দ **উত্তর: ক**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলা ভাষার বৈষ্ণব পদাবলীর আদি রচয়িতা কবি চন্ডীদাস।
- তিনি বাংলা ভাষার প্রথম মানবতাবাদী কবি।
- বিদ্যাপতির বিখ্যাত উক্তি—
  "এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
  এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
  শূন্য মন্দির মোর"।

- রামকৃষ্ণ পরমহংসের বিখ্যাত উক্তি—
  "অভিজ্ঞতা একটি কঠিন শিক্ষক, সে প্রথমে তোমার পরীক্ষা নেয় এবং পরে তার পাঠ দেয়"।
- স্বামী বিবেকানন্দের বিখ্যাত উক্তি—
  "জীবে প্রেম করে যেই জন,
  সেই জন সেবিছে ঈশ্বর"।

৫. 'ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' কবিতাংশটুকু কোন কবির রচনা? *[বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. শামসুর রাহমান ঘ. কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার **উত্তর: ক**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'ধনধান্য পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা'– এই ধরনের গানগুলো মুক্তিযুদ্ধের সময় মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।
- দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বাংলা 'সমবেত কণ্ঠসংগীতের প্রবর্তক।
- তিনি প্রায় ৫০০ গান রচনা করেন। বাংলা সংগীত জগতে এগুলো 'দ্বিজেন্দ্রগীতি' নামে পরিচিত। তাঁর কয়েকটি দেশাত্ববোধক গান—
  * বঙ্গ আমার জননী আমার
  * যে দিন সুনীল জলধি হতে
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত উক্তি—
  "বিপদে মোরে রক্ষা এ নহে মোর প্রার্থনা
  বিপদে আমি না যেন করি ভয়"। (গীতাঞ্জলি)
- শামসুর রহমানের বিখ্যাত উক্তি—
  "স্বাধীনতা তুমি-রবি ঠাকুরের অজর কবিতা,
  অবিনাশী গান"।
- কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের বিখ্যাত উক্তি—
  "কাঁটা ছেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে,
  দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে"?

৬. কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবর কোথায় অবস্থিত? *[বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. আজিমপুর কবরস্থানে
খ. মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে
গ. বনানীতে
ঘ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের পাশে **উত্তর: ঘ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কবি কাজী নজরুল ইসলাম ২৯ শে আগস্ট ১৯৭৬ (১৩৮৩ বঙ্গাব্দ ১২ ভাদ্র) সকাল ১০ টা ১০ মিনিটে ৭৭ বছর বয়সে ঢাকার পিজি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় পূর্ণ রাষ্ট্রীয় ও সামরিক মর্যাদায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে কবিকে সমাহিত করা হয়।
- তিনি ১৮৯৯ সালের ২৪ মে (১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ জৈষ্ঠ) বুধবার প্রত্যুষে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোলের চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- তিনি বাংলাদেশের রণসংগীতের রচয়িতা।
- তিনি বাংলা সাহিত্যে মুক্তক ছন্দের প্রবর্তক।
- তাঁর কিছু উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম— বাঁধন-হারা, কুহেলিকা, অগ্নিবীণা, বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী, সাম্যবাদী ইত্যাদি।

৭. 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে' ছড়াটি কার রচনা? *[বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. বঙ্কিমচন্দ্র খ. সুফিয়া কামাল
গ. জীবনানন্দ দাশ ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **উত্তর: ঘ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- "মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
  মানবের মাঝে আমি বাঁচিবার চাই",
  — চরণ দুটি নেয়া হয়েছে। 'প্রাণ' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'কড়ি ও কোমল'। কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৩ সালে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।
- সুফিয়া কামালের বিখ্যাত শিশুতোষ—
  * ইতল-বিতল
  * নওল কিশোরের দরবারে
- জীবনানন্দ দাশের বিখ্যাত উক্তি—
  "বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি,
  তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর"। (বাংলার মুখ)
- বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উক্তি—
  "পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ"।

৮. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? *[বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. মুমর্ষ খ. মূমুর্ষূ
গ. মুমূর্ষু ঘ. মুমুর্ষ **উত্তর: গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- মুমূষু বানানটি শুদ্ধ।
- নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বানান দেয়া হল—
  * গোধূলি
  * বিভীষিকা
  * ভবিষ্যদ্বানী
  * দ্বন্দ্ব
  * নিশীথিনী

iddabari your success benchmark

৯. **অপাদান কারক কোনটি?***[বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. বনে বাঘ আছে

খ. ট্রেন স্টেশন ছেড়েছে

গ. গৃহহীনে গৃহ দাও

ঘ. জিজ্ঞাসিব জনে জনে **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- যা থেকে কিছু বিচ্যুত, গৃহীত, জাত, বিরত, আরম্ভ, দূরীভূত ও রক্ষিত হয় এবং যা দেখে কেউ ভীত হয়, তাকেই অপাদান কারক বলে।
- অপাদান কারকে বিভিন্ন বিভক্তি ছাড়াও হইতে, হতে, থেকে, দিয়া, দিয়ে ইত্যাদি অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়। যেমণ: জমি থেকে ফসল পাই।
- "বনে বাঘ আছে" হলো অধিকরণ কারক।
- ক্রিয়া সম্পাদনের কাল (সময়) এবং আধারকে অধিকরণ কারক বলে। এ কারকে সপ্তমী অর্থাৎ এ, য়, তে ইত্যাদি বিভক্তি যুক্ত হয়, যেমন: প্রভাতে সূর্য ওঠে।
- "গৃহীনে গৃহ দাও" হলো সম্প্রদান কারক। যাকে স্বত্ব ত্যাগ করে দান, অর্চনা, সাহায্য ইত্যাদি করা হয়, তাকে সম্প্রদান কারক বলে। ক্রিয়ার সাথে কাকে (দান) দিয়ে প্রশ্নের উত্তরে যাকে পাওয়া যায়, তাই সম্প্রদান কারক।
- "জিজ্ঞাসিব জনে-জলে" হলো কর্মকারক, যাকে আশ্রয় করে কর্তা ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাকেই কর্ম কারক বলে। ক্রিয়ার সাথে কি বা কাকে যোগ করে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাই কর্মকারক। যেমন: দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।

১০. **কোনটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস?**

[বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা)-২০২২]

ক. চিলেকোঠার সেপাই

খ. আগুনের পরশমণি

গ. একাত্তরের দিনগুলি

ঘ. পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'আগুনের পরশমণি' (১৯৮৬) হুমায়ুন আহমেদের একটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস।
- তাঁর আরো কিছু বিখ্যাত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস: শ্যামল ছায়া, জোছনা ও জননীর গল্প, সুর্যের দিন, সৌরভ, নির্বাসন, অনিল বাগচীর একদিন।
- 'চিলেকোঠার সেপাই' আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচিত একটি সামাজিক উপন্যাস।
- 'একাত্তরের দিনগুলি' জাহানারা ইমামের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা (প্রবন্ধ)।
- 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' সৈয়দ শামসুল হকের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)- বাংলা

১. **কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীকে 'ভোরের পাখি' বলেছেন-**

[বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)-২০২২]

ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গ. কাজী নজরুল ইসলাম

ঘ. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীকে 'ভোরের পাখি' বলেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪) কলকাতার জন্ম গ্রহণ করেন।
- তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ- স্বপ্নদর্শন (১৮৫৮), বঙ্গসুন্দরী (১৮৭০), প্রেম প্রবাহিনী (১৮৭০), সারদা মঙ্গল (১৮৭৯) ইত্যাদি।
- রবি ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) এর ছদ্মনাম ভানুসিংহ ঠাকুর।
- রবি ঠাকুর ১৯১৩ সালে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান।
- রবি ঠাকুর বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের জনক।
- আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ছদ্মনাম ধূমকেতু।
- তাঁর রচিত কাব্য- অগ্নিবীনা (১৯২২), বিষের বাঁশি (১৯২৪), ভাঙার গান (১৯২৪), সাম্যবাদী (১৯২৫), সর্বহারা (১৯২৬), সন্ধ্যা (১৯২৯), প্রলয় শিখা (১৯৩০) ইত্যাদি।
- কাজী নজরুল ইসলামের উপাধি বিদ্রোহী কবি।
- ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের উপাধি যুগসন্ধির কবি বা যুগসন্ধিক্ষণের কবি।
- বিখ্যাত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

২. **সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন-***[বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

গ. সুকান্ত ভট্টাচার্য ঘ. সমরেশ বসু **উত্তর: ক**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮২৪ সালে যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

- তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথম বিদ্রোহী কবি।
- তিনি প্রথম মহাকাব্য রচনা করেন (মেঘনাবদবধ ১৮৬১)।
- বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ট্রাজেডি 'কৃষ্ণকুমারী' রচনা করেন।
- বাংলা সাহিত্যে সনেটের প্রবর্তক তিনি।
- 'বীরাঙ্গনা' তাঁর রচিত বাংলা সাহিত্যে প্রথম পত্রকাব্য।
- সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন।
- সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বিখ্যাত 'পরিচয়' পত্রিকা সম্পাদনা করে অমর হয়ে আছেন।
- সুকান্ত ভট্টাচার্য ১৯২৬ সালে কলকাতায় জন্ম গ্রহণ করেন।
- সুকান্ত ভট্টাচার্যের পৈতৃক নিবাস গোপালগঞ্জ জেলায়।
- সুকান্তের উপাধি কিশোর কবি।
- ছাড়পত্র, পূর্বাভাস, ঘুম নেই ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।
- সমরেশ বসুর জন্ম ১৯২৪ সালে মুন্সীগঞ্জের রাজানগর গ্রামে।
- সমরেশ বসুর ছদ্মনাম কালকূট।
- উত্তরবঙ্গ, জগদ্দল, গঙ্গা ইত্যাদি সমরেশ বসুর বিখ্যাত উপন্যাস।

৩. **'অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর'- কাজী নজরুল ইসলামকে কোন কবিতার চরণ?***[বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. নারী খ. সাম্যবাদী
গ. মানুষ ঘ. সব্যসাচী **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর' কাজী নজরুল ইসলামের 'নারী কবিতার চরণ।
- 'নারী' কবিতাটি কবির 'সাম্যবাদী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত।
- 'সাম্যবাদী' কাব্যগ্রন্থটি ১৯২৫ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত হয়।
- এ গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য কবিতা নারী, সাম্যবাদী, ঈশ্বর, মানুষ, কুলি-মজুর ইত্যাদি।
- এ গ্রন্থে মোট ১১টি কবিতা রয়েছে।

৪. **সৈয়দ শামসুল হক রচিত নাটক-***[বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. সুবচন নির্বাসনে
খ. পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়
গ. রক্তাক্ত প্রান্তর
ঘ. হাতহদাই **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সৈয়দ শামসুল হকের রচিত নাটক -পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়।
- এটি মূলত কাব্যনাট্য যা ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত হয়।
- তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ- নুরুলদীনের সারাজীবন, এখানে এখন, পরানের গহীন ভিতর, অনুপম দিন, সীমানা ছাড়িয়ে, নীল দংশন ইত্যাদি।
- 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কাব্য নাটক।
- 'সুবচন নির্বাসনে' নাটকটির রচয়িতা আব্দুল্লাহ আল মামুন।
- 'রক্তাক্ত প্রান্তর, নাটকটির রচয়িতা মুনীর চৌধুরী।
- 'হাত হদাই' নাটকটির রচয়িতা সেলিম আল দীন।

৫. **মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি?***[বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. ৫টি খ. ৪টি
গ. ৯টি ঘ. ৭টি **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলা মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি।
- বাংলা স্বরধ্বনি ১১টি।
- বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনি ৩৯টি।
- বাংলা মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি ৩০টি।
- বাংলা বর্ণমালার বর্ণ সংখ্যা ৫০টি।
- বাংলা মোট মৌলিক ধ্বনি ৩০টি।
- বাংলায় পূর্ণমাত্রার বর্ণ ৩২টি।
- বাংলায় অর্ধমাত্রার বর্ণ ৮টি।
- বাংলায় মাত্রাহীন বর্ণ ১০টি।

৬. **'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থটির প্রকাশক-***[বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. বাংলা একাডেমি
খ. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
গ. শেখ মুজিবুর রহমান
ঘ. কেন্দ্রীয় কারাগার কর্তৃপক্ষ **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থটির প্রকাশকাল বাংলা একাডেমি।
- গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৭ মার্চ, ২০১৭।
- গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ করেন অধ্যাপক ফকরুল আলম।
- 'কারাগারের রোজনামচার' ইংরেজি নাম 'Prison Diaries'।
- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন গঠিত।
- ১৯৫৫ সালে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেওয়া হয়।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি।
- তিনি ছিলেন মুজিবনগর সরকারের প্রেসিডেন্ট এবং বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী।
- বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কারাগার ঢাকায় কেরানীগঞ্জে অবস্থিত।

৭. **'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের রচয়িতা**-*[বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. বড়ু চন্ডীদাস খ. দ্বিজ চন্ডীদাস
গ. শ্রী চৈতন্যদেব ঘ. কাহ্নপা **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের রচয়িতা বড়ু চন্ডীদাস।
- এ গ্রন্থটি মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় প্রথম কাব্য।
- গ্রন্থটি আবিষ্কার করেন অধ্যাপক বসন্তরঞ্জন রায় ১৯০৯ সালে।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থটি পাওয়া যায় পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কাকিল্যা গ্রামে।
- রাধা, কৃষ্ণ, বড়ায়ি এ গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য চরিত্র।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটি ১৩ খন্ডের।
- 'আমারি বঁধূয়া আন বাড়ি যায়/ আমারি আঙিনা দিয়া উক্তিটি দ্বিজ চন্ডীদাসের।
- শ্রী চৈতন্যদেব ছিলেন মধ্যযুগের একজন ধর্ম প্রচারক।
- চৈতন্যের আসল নাম ছিল বিশ্বম্ভর মিশ্র।
- চৈতন্যের ডাকনাম ছিল নিমাই।
- বৃন্দাবন দাস রচিত 'চৈতন্য-ভাগবত' বাংলা সাহিত্যে প্রথম জীবনীগ্রন্থ।
- কাহ্নপা হলেন বাংলা প্রাচীনগ্রন্থ 'চর্যাপদ'-এর একজন কবি।
- চর্যাপদের সর্বাধিক পদ ১৩টি। রচনা করেন কাহ্নপা।
- বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র গ্রন্থ 'চর্যাপদ'।
- 'চর্যাপদ' ১৯০৭ সালে নেপালের রয়েল লাইব্রেরি থেকে আবিষ্কার করা হয়।
- 'চর্যাপদ' এর আবিষ্কার মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

৮. **'সঞ্চিতা' কোন কবির কাব্য সংকলন?**

[বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)-২০২২]

ক. কাজী নজরুল ইসলাম
খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. মহাকবি কায়কোবাদ
ঘ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'সঞ্চিতা' কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা সংকলন।
- 'সঞ্চিতা' প্রকাশিত হয় ১৯২৮ সালে।
- 'সঞ্চিতা' গ্রন্থে বিভিন্ন কাব্যের বাছাইকৃত ৭৮টি কবিতা ও ১৭টি গান সংকলিত হয়েছে।
- 'সঞ্চিতা' গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করা হয়।
- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংকলিত কাব্য বা গ্রন্থ 'সঞ্চয়িতা'।
- রবি ঠাকুর তাঁর 'বসন্ত' গীতিনাট্য কাজী নজরুল ইসলামকে উৎসর্গ করেন।
- মহাকবি কায়কোবাদের বিখ্যাত মহাকাব্য 'মহাশ্মশান'।
- মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যে প্রথম বিদ্রোহী কবি।
- মধুসূদন প্রথম মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ' কাব্য রচনা করেন।
- মধুসূদন প্রথম বাংলা সাহিত্যে সনেট প্রবর্তন করেন।

৯. **ভাষা আন্দোলন বিষয়ক উপন্যাস**-*[বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. কবর
খ. আরেক ফাল্গুন
গ. জীবন ঘষে আগুন
ঘ. হাঙর নদী গ্রেনেড **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ভাষা আন্দোলন বিষয়ক উপন্যাস 'আরেক ফাল্গুন।
- 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসের রচয়িতা জহির রায়হান।

- ভাষা আন্দোলনভিত্তিক আরও উপন্যাস– একুশে ফেব্রুয়ারি (জহির রায়হান), আর্তনাদ (শওকত ওসমান), যাপিত জীবন (সেলিনা হোসেন)।
- 'কবর' (মুনীর চৌধুরী) ভাষা আন্দোলনভিত্তিক নাটক।
- 'জীবন ঘষে আগুন' কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হকের গল্প।
- 'হাঙর নদী গ্রেনেড' কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস।

১০. জহির রায়হানের 'আরেক ফাল্গুন' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে-
[বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)-২০২২]

ক. মুক্তিযুদ্ধের কথা খ. ভাষা আন্দোলনের কথা
গ. শীতকালের কথা ঘ. বসন্তকালের কথা **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
- উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে ভাষা আন্দোলনের কথা। জহির রায়হানের উপন্যাস তৃষ্ণা, শেষ বিকেলের মেয়ে, হাজার বছর ধরে, বরফ গলা নদী, আর কত দিন, কয়েকটি মৃত্যু।
- জহির রায়হানের প্রকৃত নাম মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ।
- তাঁর পরিচালিত ছবি- সোনার কাজল, কাঁচের দেয়াল, বাহানা, বেহুলা, জীবন থেকে নেয়া ইত্যাদি।

১১. 'হাঙর নদী গ্রেনেড' উপন্যাসটি লিখেছেন-*[বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. হুমায়ূন আহমেদ খ. জীবনক্ষুধা
গ. আমজাদ হোসেন ঘ. সেলিনা হোসেন **উত্তর: ঘ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
- 'হাঙর নদী গ্রেনেড' উপন্যাসটি লিখেছেন সেলিনা হোসেন।
- উপন্যাসটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক।
- সেলিনা হোসেনের আরও উপন্যাস– জলোচ্ছ্বাস, যাপিত জীবন, নীল ময়ূরের জীবন, (পোকামাকড়ের ঘরবসতি), নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি, গায়ত্রী সন্ধ্যা ইত্যাদি।
- সেলিনা হোসেনের জন্ম রাজশাহী জেলায়।
- হুমায়ূন আহমেদ আধুনিক যুগের একজন জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক।
- শামসুর রাহমান বাংলাদেশের একজন আধুনিক কবি।

১২. কাজী নজরুল ইসলাম রচিত উপন্যাস নয় কোনটি?
[বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)-২০২২]

ক. মৃত্যুক্ষুধা খ. জীবনক্ষুধা
গ. বাঁধনহারা ঘ. কুহেলিকা **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
- কাজী নজরুল ইসলামের রচিত উপন্যাস নয় জীবন ক্ষুধা।
- বাঁধনহারা (১৯২৭), মৃত্যু-ক্ষুধা (১৯৩০), কুহেলিকা (১৯৩১)- এই তিনটি উপন্যাসই কাজী নজরুল ইসলাম।
- কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম উপন্যাস বাঁধনহারা (১৯২৭)।

১৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত পত্রিকার নাম-
[বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)-২০২২]

ক. বাংলাবাজার খ. বঙ্গবাণী
গ. সবুজপত্র ঘ. বঙ্গদর্শন **উত্তর: ঘ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
- 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
- ১৮৭২ সালে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়।
- 'সবুজপত্র' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন প্রমথ চৌধুরী।
- 'সবুজপত্র' পত্রিকা চলিত ভাষারীতিতে চালুতে অগ্রণী ভূমিকা রাখে।

১৪. মানিক বন্দোপাধ্যায়ের পিতৃদত্ত নাম-
[বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)-২০২২]

ক. হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়
খ. রতন বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
ঘ. জ্যোতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় **উত্তর: গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:
- কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃদত্ত নাম ছিল প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) জন্ম বিহারের সাঁওতাল পরগনার দুমকা শহরে।
- মানিকের পৈতৃক নিবাস বিক্রমপুরের (মুন্সিগঞ্জ) মালবদিয়া গ্রামে।
- তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস জননী (১৯৩৫), দিবারাত্রির কাব্য (১৯৩৫), পুতুলনাচের ইতিকথা (১৯৩৬), পদ্মা নদীর মাঝি (১৯৩৬), অহিংসা (১৯৪১) শহরবাসের ইতিকথা, আরোগ্য (১৯৫৩) ইত্যাদি।

- 'অতসী মামী' তাঁর প্রকল্পিত প্রথম গল্প।
- 'জননী' তাঁর প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস।

১৫. 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' গানটির রচয়িতা কে? *[বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. ফজল-এ-খুদা
খ. আলতাফ মাহমুদ
গ. আবদুল গাফফার চৌধুরী
ঘ. খান আতাউর রহমান **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' গানটি রচয়িতা আব্দুল গাফফার চৌধুরী।
- এই গানটির প্রথম সুরকার ও শিল্পী আব্দুল লতিফ।

বর্তমানে এই গানটির সুরকার আলতাফ মাহমুদ।

১৬. মঙ্গলকাব্যের শেষ কবি-*[বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. দ্বিজ বংশীদাস
খ. চন্দ্রাবতী
গ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
ঘ. কানাহরি দত্ত **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- মঙ্গলকাব্যের শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।
- ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর পশ্চিমবঙ্গের পাণ্ডুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- নদীয়ার (নবদ্বীপ) রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে 'রায়গুণাকর' উপাধি দেন।
- তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন।
- 'মনসামঙ্গল' কাব্যের আদি কবি কানাহরি দত্ত।
- দ্বিজ বংশীদাস ছিলেন মধ্যযুগের বাংলা 'মনসামঙ্গল' কাব্যের আদি কবি কানাহরি দত্ত।
- দ্বিজ বংশীদাস ছিলেন মধ্যযুগের বাংলা 'মনসামঙ্গল' কাব্যধারার অন্যতম কবি।
- চন্দ্রাবতী ছিলেন মধ্যযুগের একজন মহিলা কবি।
- তিনি ছিলেন 'রামায়ণ' অনুবাদক প্রথম মহিলা কবি।

১৭. 'প্রাতরাশ' শব্দের সন্ধি-*[বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. প্রাত+রাশ খ. প্রাতঃ+রাশ
গ. প্রাতঃ+আশ ঘ. প্রাত+আশ **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বিসর্গ সন্ধির নিয়মানুযায়ী বিসর্গ স্থানে 'র' হয়ে যায়। যেমন– প্রাতঃ+আশ= প্রাতরাশ।
- নিঃ+আকার= নিরাকার।
- পুনঃ+মিলন=পুনর্মিলন।
- আশীঃ+বাদ=আশীর্বাদ।
- পুনঃ+আয়=পুনরায়।
- অন্তঃ+গত=অন্তর্গত ইত্যাদি।

১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর রচিত কোন নাটকটি কাজী নজরুল ইসলামকে উৎসর্গ করেন?*[বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. বিসর্জন খ. ডাকঘর
গ. বসন্ত ঘ. অচলায়তন **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- রবীন্দ্রনাথা ঠাকুর তাঁর রচিত বসন্ত (১৯২৩) নাটকটি কাজী নজরুল ইসলামকে উৎসর্গ করেন।
- কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সেরা কবিতা ও গানের সংকলন 'সঞ্চিতা' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উৎসর্গ করেন।
- রবি ঠাকুরের 'বিসর্জন' নাটকটি ১৮৯০ সালে প্রকাশিত হয়।
- 'ডাকঘর' (১৯২২) রবি ঠাকুরের রূপক সাংকেতিক নাটক।
- 'অচলায়তন' (১৯১২) ও রবি ঠাকুরের একটি নাটক।

১৯. 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়'- এর রচয়িতা? *[বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত
খ. মধুসূদন দত্ত
গ. রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
ঘ. হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়'– এর রচয়িতা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
- 'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে? বিখ্যাত উক্তিটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের।
- 'মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে করে গমন হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়'। এই উক্তিটি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

২০. নুরুল মোমেন রচিত নাটক কোনটি? *[বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. নবান্ন খ. নেমেসিস
গ. কৃষ্ণকুমারী ঘ. জমীদার দর্পণ **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- নুরুল মোমেন রচিত নাটক 'নেমেসিস'।

- নেমেসিস (১৯৪৮) নাটকটির পটভূমি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।
- তাঁর অন্যান্য নাটক রূপান্তর (১৯৪৭), যদি এমন হতো (১৯৬০), আলোছায়া (১৯৬০), যেমন ইচ্ছা তেমন (১৯৭০) ইত্যাদি।
- 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) নাটকটির লেখক মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
- এই নাটকটি বাংলা সাহিত্যে প্রথম ট্রাজেডী।
- 'জমিদার দর্পণ' নাটকটির রচয়িতা মীর মশাররফ হোসেন।
- 'নবান্ন' নাটকটির রচয়িতা বিজন ভট্টাচার্য।

২১. 'আমার দেখা নয়াচীন' কোন ধরনের গ্রন্থ? *[বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. অর্থনীতি ভিত্তিক
খ. ভ্রমণ কাহিনী
গ. গল্পগ্রন্থ
ঘ. উপরের কোনটিই নয় **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'আমার দেখা নয়াচীন' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'স্মৃতিকথামূলক' গ্রন্থ।
- গ্রন্থটি ২০২০ সালের 'একুশে বইমেলায়' প্রকাশিত হয়।
- গ্রন্থটির প্রকাশক বাংলা একাডেমি।
- ১৯৫২ সালে শান্তি সম্মেলনে যোগদানের জন্য বঙ্গবন্ধু গণচীন ভ্রমণ করেন।
- আমার দেখা 'নয়াচীন' গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ করেন অধ্যাপক ফকরুল আলম।

২২. কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ- *[বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. বিদ্রোহী খ. অগ্নিবীণা
গ. বিষের বাঁশি ঘ. দোলনচাঁপা **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থের নাম 'অগ্নিবীণা' (১৯২২)।
- 'অগ্নিবীণা' কাব্যের দ্বিতীয় কবিতার নাম 'বিদ্রোহী'।
- 'অগ্নিবীণা' কাব্যে মোট ১২টি কবিতা আছে।
- তাঁর 'বিষের বাঁশি' কাব্য প্রকাশিত হয় ১৯২৪ সালে।
- 'দোলনচাঁপা' কাব্যটি প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালে।
- বিষের বাঁশি, ভাঙার গান, প্রলয় শিখা, চন্দ্রবিন্দু ও যুগবাণী- এই পাঁচটি গ্রন্থ নিষিদ্ধ হয়।

২৩. 'কাশবনের কন্যা' উপন্যাসের লেখক- *[বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. শামসুদ্দীন আবুল কালাম
খ. আবুল কালাম শামসুদ্দীন
গ. শওকত ওসমান
ঘ. আবু ইসহাক **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'কাশবনের কন্যা' উপন্যাসের লেখক শামসুদ্দীন আবুল কালাম।
- তাঁর অন্যান্য উপন্যাস আলমনগরের উপকথা, কাঞ্চনমালা, দুইমহল, জায়মঙ্গল, সমুদ্রবাসর ইত্যাদি।
- আবুল কালাম শামসুদ্দীন ছিলেন সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ।
- 'পলাশী থেকে পাকিস্তান (১৯৬৮) তাঁর বিখ্যাত ইতিহাসমূলক গ্রন্থ।
- শওকত ওসমান ছিলেন মূলত কথাসাহিত্যিক।
- 'ক্রীতদাসের হাসি' তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস।
- আবু ইসহাক ছিলেন ঔপন্যাসিক।
- তার বিখ্যাত উপন্যাস- সূর্যদীঘল বাড়ী (১৯৫৫)।

২৪. উপসর্গ বসে শব্দের- *[বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. আগে খ. মাঝখানে
গ. শেষে ঘ. আগে ও শেষে **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- উপসর্গ বসে শব্দের আগে।
- বাংলা ভাষায় উপসর্গ তিনপ্রকার। যথা- বাংলা, তৎসম (সংস্কৃত) ও বিদেশি উপসর্গ।
- বাংলা উপসর্গ ২১টি।
- তৎসম উপসর্গ ২০টি।

২৫. কোনটি শুদ্ধ বানান? *[বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. সমীচীন খ. সমিচিন
গ. সমীচিন ঘ. সমিচীন **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- নিচের শুদ্ধ বানানটি হলো সমীচীন।
- আরও কিছু গুরুত্ব শুদ্ধ বানান– অগ্ন্যাশয়, অত্যধিক, আকাঙ্ক্ষা, আহ্নিক, উত্ত্যক্ত, উপরিউক্ত, ঔদ্ধত্য, গীতাঞ্জলি, জাত্যভিমান, ধূম্র, ধূর্ত, ধ্যানধারণা, পিপীলিকা ইত্যাদি।

২৬. দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের বিষয়বস্তু কী?
[বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)-২০২২]

ক. নীল আয়না
খ. জলদস্যুদের অত্যাচার
গ. নীল সাগর
ঘ. নীলচাষ ও নীলকরদের অত্যাচার **উত্তর: ঘ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের বিষয়বস্তু হলো নীলচাষ ও নীলকরদের অত্যাচার।
- দীনবন্ধু মিত্র ছিলেন মূলত নাট্যকার।
- 'নীলদর্পন' ঢাকার 'বাংলা প্রেস' থেকে ১৮৬০ সালে প্রকাশিত হয়।
- 'Nil Darpan or The Indigo Planting Miror' (1861) নামে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংরেজিতে অনুবাদ করেন।
- দীনবন্ধু মিত্রের অন্যান্য নাটক– নবীন তপস্বিনী, লীলাবতী, জামাই বারিক, কমলে কামিনী ইত্যাদি।

২৭. 'বলাকা' কাব্য লিখেছেন-*[বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম **উত্তর: গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'বলাকা' কাব্যটি লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- তিনি ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান।
- গীতাঞ্জলি (Song of Offerings) কাব্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার পান।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যান্য কাব্য-মানসী (১৮৯০), সোনার তরী (১৮৯৪), চিত্রা (১৮৯৬), কল্পনা (১৯০০), গীতাঞ্জলি (১৯১০), পূরবী (১৯২৫) ইত্যাদি।
- বাংলা গদ্যের বা যতিচিহ্নের জনক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

২৮. 'সংশপ্তক' গ্রন্থটি কার রচনা?
[বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)-২০২২]

ক. মুনীর চৌধুরী খ. শহীদুল্লা কায়সার
গ. জহির রায়হান ঘ. শওকত ওসমান **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'সংশপ্তক' উপন্যাসটির (গ্রন্থ) রচয়িতা শহীদুল্লা কায়সার।
- তাঁর পুরোনাম– আবু নঈম মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ।
- জহির রায়হান তাঁর সহোদর।
- 'সংশপ্তক' উপন্যাসের চরিত্র হলো- রাবেয়া খাতুন, জাহেদ, সেকেন্দার, হুরমতি, রমজান প্রমুখ।
- 'সারেং বৌ' তার আরেকটি বিখ্যাত উপন্যাস।

২৯. বাংলা একাডেমি কোন সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
[বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)-২০২২]

ক. ১৯৫৫ খ্রি. খ. ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ
গ. ১৯৫২ খ্রি. ঘ. ১৩৫২ বঙ্গাব্দ **উত্তর: ক**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলা একাডেমি ১৯৫৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়।
- বাংলা একাডেমিকে বলা হয় জাতির মননের প্রতীক।
- বাংলা একাডেমির অবস্থান পুরাতন বর্ধমান হাউজে, যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত।
- বাংলা একাডেমি ৪টি নিয়ে কাজ করে।
- বাংলা একাডেমির প্রথম পরিচালক ড. এনামুল হক।
- বাংলা একাডেমির প্রথম মহাপরিচালক ড. মাযহারুল ইসলাম।
- বাংলা একাডেমির প্রথম সভাপতি মাওলানা আকরাম খাঁ।
- বাংলা একাডেমির বর্তমান সভাপতি সেলিনা হোসেন।

৩০. 'নির্জনতম কবি' বলে পরিচিত-*[বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. বিষ্ণু দে খ. বুদ্ধদেব বসু
গ. জীবনানন্দ দাশ ঘ. অমিয় চক্রবর্তী **উত্তর: গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'নির্জনতম কবি বলা হয় জীবনানন্দ দাশকে।
- 'জীবনানন্দ দাশকে' নির্জনতম উপাধি দেন বুদ্ধদেব বসু।
- তাঁকে আরও বলা হয়– ধূসরতার কবি, তিমির হননের কবি ইত্যাদি।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কবিতাকে বলেছেন 'চিত্ররূপময় কবিতা'।
- জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯- ১৯৫৪) জন্ম বরিশালে।
- তাঁর মা কুসুমকুমারী দাশও একজন কবি ছিলেন।
- তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ– ঝরাপালক (১৯২৮)।

- তাঁর অন্যান্য কাব্য– ধূসর পাণ্ডুলিপি, বনলতা সেন, মহাপৃথিবী, সাতটি তারার তিমির, রূপসী বাংলা, বেলা অবেলা কালবেলা ইত্যাদি।
- 'বনলতা সেন' তাঁর বিখ্যাত কবিতা (টু হেলেন কবিতার প্রভাব আছে (এডগার এলেন পো)।
- 'কবিতার কথা' তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ।
- বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ ও অমিয় চক্রবর্তী বাংলা পঞ্চপাণ্ডবের চারজন।

Biddabari
your success benchmark